দৈনিক ইত্তেফাক

MAR. 30 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...৬...

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে

আমাদের দেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় শিক্ষা-দীক্ষায় অনেকটা পিছিয়ে আছে। সাক্ষরতার হার বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও বৈদেশিক সাহায্য সংস্থা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের সব উদ্যোগই দেশের জন্য মঙ্গলজনক। কিন্তু ইদানীং প্রভাব-প্রতিপত্তি এলাকায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় তৈরীর প্রবণতা লক্ষণীয়। এলাকার কোন ব্যক্তি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলে দেখা যায় তাঁকে অনুসরণ করে অন্য ব্যক্তি আরেকটি বিদ্যালয় তৈরী করছেন। এ ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একটি প্রতিযোগিতার ঘটনা ঘটেছে ফরিদপুর জেলার সদরপুর ও চরভদ্রাসন-এর সীমান্ত সংলগ্ন পাশাপাশি দুটি গ্রামে। একটি বিদ্যালয়ের নাম চৌধুরী আবদুল হাই নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, অন্যটির নাম বিশ্বাস বাড়ী জুনিয়র হাইস্কুল। মাত্র এক কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে স্কুল দুটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অথচ সরকারের নীতিমালায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে, পৌরসভার বাইরের কোন এলাকায় তিন কিঃমিঃ দূরত্বের মধ্যে দুটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। আর আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিশ্বাসবাড়ী জুনিয়র হাইস্কুলটি সরকারী অনুমতি পাওয়ার আগেই সরকারী অনুদান পেয়ে গেছে। এদিকে গ্রামবাসিগণ তাদের সন্তানদের দুই স্কুলের কোনটিতে ভর্তি করাবেন তা নিয়ে দ্বিধায় পড়েছেন। অতএব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে অশুভ প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হোক। নীতিমালা না মেনে রাতারাতি গজিয়ে উঠা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী স্বীকৃতি পায় কিভাবে তা আমাদের বোধগম্য নয়। পরিশেষে, জেলা শিক্ষা অফিসার, শিক্ষা উপ-পরিচালক, ঢাকা অঞ্চল এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ এই যে, বিদ্যালয় দু'টির ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিন। শিক্ষার নামে অরাজকতা বন্ধ করুন।

আবদুল করিম,
লোহারটেক, সদরপুর,
ফরিদপুর।